যুগান্তর

তারিখ 06 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

যাত্রাবাড়ী রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজ

এসএসসির ফরম পূরণে গলাকাটা ফি আদায়

দনিয়া প্রতিনিধি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণে গলাকাটা ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি, কোচিং ফিসহ বিভিন্ন খাত দেখিয়ে এ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। অভিভাবকদের অনেকে ধার্য ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজে দশম শ্রেণীতে ১৪৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নির্বাচনী পরীক্ষায় ১৪৭ জন অংশগ্রহণ করে সব বিষয়ে পাস করেছে ৭২ জন। ১ থেকে ৪-৫ বিষয়ে ফেল করেছে ৭৫ জন।

২০১৮ সালে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে বিজ্ঞান বিভাগে ৯ হাজার ৮০০, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য আট হাজার ৮০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়। এ ছাড়া যেসব শিক্ষার্থী ১ থেকে ৪-৫ বিষয়েও নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা জামানত নিয়ে ফরম পূরণ করা হচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী প্রতি পত্রে ৮০ টাকা, ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি প্রতি পত্রে ৩০ টাকা, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি পাঁচ টাকা, মূল সনদ ফি ১০০ টাকা, স্কাউট ফি ১৫ টাকা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি পাঁচ টাকা। বিলম্ব ফি ১০০ টাকা, কেন্দ্র ফি ২৫০ টাকা।

এ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজের কো-অর্ডিনেটর ঝরনা লুৎফা খান যুগান্তরকে বলেন, প্রাইভেট স্কুল বিধায় আমরা বেশি টাকা নিয়ে থাকি। এ ছাড়া আমাদের বিদ্যালয়ের নামে কোড বা এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি না থাকায় আমরা নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নামে এসএসসি পরীক্ষা দেয়াই। সে জন্য তাদের প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা করে দিতে হয়। তিনি আরও বলেন, আমরা টাকা বেশি নেই আপনি কি জন্য জানতে চাচ্ছেন, অতিরিক্ত টাকা নেই সেটা পত্রিকায় লিখবেন, তাইতো। লিখেন, লিখলে কিছু যায় আসে না। এরকম বহু লেখা হয়েছে, বোর্ড আমাদের একটি ফোনও দেয় না।

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ওমর ফারুক যুগান্তরকে বলেন, আমাদের নামে রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দেবে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ টাকার কথা বলছে সে পরিমাণ টাকা আমাদের দেয় না। হয়তো তারা আমাদের নাম বিক্রি করে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে।